জামায়াত কর্মী হত্যার প্রতিবাদে দামুড়হুদায় বিক্ষোভ মিছিল

জীবননগর উপজেলার হাসাদা বাজারে বিএনপির হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহতের ঘটনার প্রতিবাদে দামুড়হুদা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হাফিজুর রহমান জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মফিজ উদ্দীনের ভাই এবং একজন জুয়েলারি ব্যবসায়ী ছিলেন।

গতকাল সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দামুড়হুদা স্টেডিয়াম থেকে উপজেলা জামায়াতের উদ্যোগে মিছিলটি বের করা হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা জামায়াতের আমির নায়েব আলী ও উপজেলা সেক্রেটারি জেনারেল আবেদ উদ দৌলা টিটন।

মিছিলটি উপজেলা সদরের স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয়ে উপজেলা চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। এ সময় হাসাদা বাজারে হামলার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুব বিভাগের সভাপতি আব্দুল খালেক, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মাওলানা আবুল কাশেম, হাউলী ইউনিয়ন আমির ওবায়দুল হক, নাটুদা ইউনিয়ন আমির শামসুজ্জোহা, নতিপোতা ইউনিয়ন আমির ইসমাইল হোসেন, জুড়ানপুর ইউনিয়ন আমির ঝন্টুসহ উপজেলা জামায়াতের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় জীবননগর উপজেলার হাসাদা বাজারে বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষে বিএনপির হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান আহত হন। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।

জীবননগরে সুলভ মূল্যে কৃষি পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রয় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার বেলা ২টায় জীবননগর বাসস্ট্যান্ডের মুক্তমঞ্চের নিকট এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আশরাফুল আলম রাসেল।

উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জীবননগর উপজেলায় আজ আমরা সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য বিক্রির কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছি। রমজান মাস এলেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। তাই সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে সুলভ মূল্যে কৃষিপণ্য পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য।

তিনি আরও বলেন, সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে পণ্য সংগ্রহ করে ক্রেতাদের কাছে বিক্রি শুরু করা হয়েছে। এখানে মধ্যস্বত্বভোগীদের সুবিধা নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সুলভ মূল্যে পণ্য কিনতে পেরে সাধারণ মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. আলমগীর হোসেন, উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার সৈয়দ আব্দুর জব্বার, সমাজসেবা কর্মকর্তা জাকির উদ্দিন, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা জুয়েল শেখ এবং কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পাভেল রানা প্রমুখ।

জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দর্শনায় বিক্ষোভ ও সমাবেশ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপির নেতাকর্মীদের হামলায় জামায়াতে

ইসলামীর কর্মী হাফিজুর রহমান নিহতের ঘটনায় প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে দর্শনা থানা সাংগঠনিক জামায়াতে ইসলামী।

গতকাল সোমবার বিকেল ৪টার দিকে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে অবস্থিত জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রেলবাজার মুক্তমঞ্চে গিয়ে প্রতিবাদ সমাবেশে রূপ নেয়।

সমাবেশে বক্তারা নিহত হাফিজুর রহমান হত্যাকাণ্ডে জড়িত বিএনপি কর্মীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানান। তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে এবং এর দায় প্রশাসনকেই নিতে হবে।

দর্শনা পৌর আমির শাহিকুল আলম অপুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির ও দামুড়হুদার সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান। এছাড়া বক্তব্য দেন জেলা জয়েন্ট সেক্রেটারি আব্দুল কাদের ও দর্শনা থানা আমির রেজাউল করিম।

এদিকে, ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেপ্তার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ (বিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নি.) মোঃ হাবিবুর রহমান সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন।

গত রবিবার রাত ৮টার দিকে আলমডাঙ্গার ডাউকি ইউনিয়নের বাদেমাজু গ্রামের মোঃ রবিউল ইসলামের বসতবাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর

থেকে রিয়াজ মালিথার ছেলে মোঃ রাজিব মালিথাকে (২৭) ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃত আসামি রাজিবের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় জামায়াত কর্মীর হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ বাজারে হামলায় জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহত হওয়ার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে সদর উপজেলা ও পৌর জামায়াত।

সোমবার বেলা ৩টায় শহরের চৌরাস্তা মোড়ের মুক্তমঞ্চে সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে জামায়াতের নেতারা বলেন, “জামায়াতের নেতাকর্মীদের ওপর এ নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। দ্রুত সময়ের মধ্যে হাফিজুর রহমান হত্যার সঙ্গে জড়িত দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। চাঁদাবাজ, দখলবাজ ও দুর্নীতিবাজদের প্রতিহত করতে হবে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সবসময় মজলুমের পক্ষে সোচ্চার থাকবে। সকলকে এই জুলুমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানাই।”

তারা আরও বলেন, এ হত্যাকাণ্ড দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড রুখে দিতে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। একটি রাজনৈতিক দলের প্রতিহিংসামূলক কর্মকাণ্ড জেলার জন্য অশুভ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

এ সময় বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, পৌর জামায়াতের আমির হাসিবুল ইসলাম, সহকারী সেক্রেটারি হুমায়ুন কবির শান্ত, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির বিলাল হোসাইন, জেলা

ইউনিট সদস্য আব্দুর রউফ এবং জেলা ইসলামী ছাত্রশিবির সভাপতি সাগর আহমেদ প্রমুখ।

বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে হাফিজুর রহমানের হত্যার প্রতিবাদ ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের চৌরাস্তা মোড় থেকে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

দামুড়হুদায় নানা অনিয়মে প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিজ নামে প্যাকেটজাত করা এবং শিশু খাদ্যে ব্যবহৃত ফ্লেভারজাত পণ্যে উৎপাদন ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখসহ প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ না করার অভিযোগে এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

গত রোববার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত উপজেলার মোস্তফাপুর ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় নিয়মিত তদারকি অভিযানের অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান, অভিযানের সময় দেখা যায় অন্য প্রতিষ্ঠানের পণ্য নিজস্ব নামে প্যাকেটজাত করা হচ্ছে। এছাড়া শিশু খাদ্যে ব্যবহৃত ফ্লেভারজাত পণ্যের মোড়কে উৎপাদন তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখসহ প্রয়োজনীয় তথ্য উল্লেখ ছিল না, যা ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের লঙ্ঘন।

এ অপরাধে মফিজুর রহমানের মালিকানাধীন মেসার্স সিপি ফুড প্রোডাক্টকে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইনের আওতায় ৭০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং তা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়েছে। পাশাপাশি

দ্রুত সময়ের মধ্যে অনিয়মগুলো সংশোধন করে সঠিক নিয়মে কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান। এ সময় সহযোগিতায় ছিলেন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব) এর প্রতিনিধি রফিকুল ইসলাম এবং পুলিশের একটি টিম।

স্থানীয় সচেতন মহল এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভোক্তারা নিরাপদ ও মানসম্মত পণ্য পেতে পারেন।

দামুড়হুদায় গভীর রাতে অবৈধ মাটি কাটায় অভিযান: ৪ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের গোপালপুর-ইব্রাহিমপুর এলাকায় অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি কাটার অভিযোগে গভীর রাতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাত ১১টা থেকে ভোর ৩টা পর্যন্ত গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শাহীন আলম।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় প্রভাবশালী একটি চক্র কৃষিজমির উর্বর মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল বলে অভিযোগ ছিল। অভিযানের সময় ঘটনাস্থলে মাটি কাটার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০২৩ সংশোধিত) এর সংশ্লিষ্ট ধারায় ৪ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রত্যেককে ১ (এক)

মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন নতিপোতা গ্রামের আছের উদ্দিনের ছেলে মজিবুল, একই গ্রামের মৃত আকবরের ছেলে খাইরুল ইসলাম, কুলবিলা গুচ্ছগ্রামের ছমির উদ্দিনের ছেলে সোহেল রানা এবং মাগুরা গ্রামের নওশের আলীর ছেলে আবুল কাশেম।

অভিযান চলাকালে প্রশাসনের উপস্থিতিতে অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় সহযোগিতা করে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকস টিম।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কৃষিজমির উর্বরতা নষ্ট ও পরিবেশের ভারসাম্য ধ্বংস করে অবৈধভাবে মাটি কাটা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

স্থানীয় সচেতন মহলের মতে, প্রশাসনের এ কঠোর পদক্ষেপে অবৈধ মাটি ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি হবে এবং পরিবেশ সুরক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আহত জামায়াত নেতাকে দেখতে হাসপাতালে কেন্দ্রীয় আমির

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নে সংঘটিত হামলায় গুরুতর আহত ইউনিয়ন আমির মফিজুর রহমানকে হাসপাতালে দেখতে গিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।

রোববার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তিনি রাজধানীর কাকরাইলের অরোরা হাসপাতালে গিয়ে আহত নেতার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।

এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ডা. শফিকুল ইসলাম মাসুদ এমপি, ঢাকার পল্টন থানা আমিরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা। তারা চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন এবং দ্রুত সুস্থতার জন্য দোয়া করেন।

জানা যায়, শনিবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর

নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত হামলার অভিযোগ ওঠে। হামলাকারীরা রড, চাইনিজ কুড়াল ও ধারালো দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কয়েকজন নেতা-কর্মীর ওপর এলোপাতাড়ি হামলা চালায় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এতে একাধিক ব্যক্তি গুরুতর আহত হন।

হামলায় বাঁকা ইউনিয়ন আমির মো. মফিজুর রহমানের বড় ভাই হাফিজুর রহমান (৪৬) নিহত হন। এছাড়া ইউনিয়ন আমিরসহ আরও তিনজন গুরুতর আহত হন। প্রথমে তাদের জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়, পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য যশোর হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাদের ঢাকায় রেফার করা হয়। ঢাকা নেওয়ার পথে হাফিজুর রহমান মৃত্যুবরণ করেন।

বর্তমানে কাকরাইলের অরোরা হাসপাতালে মফিজুর রহমান আইসিইউতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। সেখানে গিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তার পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন।

এ সময় নেতৃবৃন্দ এ ধরনের হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং দোষীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি করেন। পাশাপাশি নিহত হাফিজুর রহমানের রুহের মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

জীবননগরে জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমানের জানাজা সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমানকে (৪৬) জানাজা নামাজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকেলে জীবননগর উপজেলার সুটিয়া ঈদগাহ ময়দানে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজার পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ রুহুল আমিন, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ

মাসুদ পারভেজ রাসেল, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির আজিজুর রহমান, জেলা সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান, আলমডাঙ্গা উপজেলা জামায়াতের আমির সফিউল আলম বকুল, জেলা জামায়াতের সাবেক আমির আনোয়ারুল হক মালিক, মরহুমের ভাই আনোয়ার হোসেন, খেলাফত মজলিসের জেলা সেক্রেটারি জুনায়েদ হোসেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এর আগে শনিবার দুপুর ১২টায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিহত হাফিজুর রহমানের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করা হয়। পরে বিকেল ৪টায় নিজ গ্রাম সুটিয়ায় জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদহ বাজারে নির্বাচন-পরবর্তী ঘটনার জেরে শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে হামলার ঘটনা ঘটে। এতে জামায়াত কর্মী হাফিজুর রহমান নিহত হন এবং আরও তিনজন আহত হন। গুরুতর আহতদের মধ্যে বাঁকা ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মফিজুর রহমান
(৪৫) ও তার ভাইকে প্রথমে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে যশোর ২৫০ শয্যা হাসপাতালে নেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাদের ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল রোববার রাত ১টার দিকে হাফিজুর রহমান মারা যান।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

আলমডাঙ্গায় ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর মাঠপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৪০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মমতাজ বেগম (৩০) নামে এক নারী মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)।

গতকাল রোববার রাত ৮টায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গোবিন্দপুর গ্রামে এ অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানের সময় সন্দেহভাজন হিসেবে মমতাজ বেগমকে আটক করা হলে তার কাছ থেকে ৪০ পিস নিষিদ্ধ ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। গ্রেপ্তার মমতাজ বেগম আলমডাঙ্গা উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা এবং তারেক রহমানের স্ত্রী বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় গোপনে মাদক কেনাবেচার অভিযোগ ছিল। স্থানীয়ভাবে মাদক সরবরাহের একটি ছোট নেটওয়ার্ক সক্রিয় রয়েছে—এমন তথ্যের ভিত্তিতেই নজরদারি বাড়ানো হয়। এরই ধারাবাহিকতায় অভিযান চালিয়ে তাকে হাতেনাতে আটক করা সম্ভব হয়।

অভিযান সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, ট্যাপেন্টাডল একটি শক্তিশালী ব্যথানাশক ওষুধ হলেও অপব্যবহারের কারণে এটি মাদক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সম্প্রতি এলাকায় এর অবৈধ বেচাকেনা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়মিত অভিযান জোরদার করা হয়েছে।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং গ্রেপ্তারকৃত আসামিকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানোর প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সচেতন মহল মাদকবিরোধী এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখার দাবি জানিয়েছেন। তাদের মতে, যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল থাবা থেকে রক্ষা করতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিয়মিত তৎপরতা অত্যন্ত জরুরি।